সংবাদ

তারিখ ..20 DEC 2016.....
পৃষ্ঠা ...২... কলাম...১৩......

সাক্ষরতার হার বাড়ছে বছরে ০.৭ শতাংশ

দক্ষতার প্রাথমিক স্তরে পৌঁছতে ৪৪ বছর লাগবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশে প্রতি বছর সাক্ষরতার হার বাড়ছে মাত্র ০.৭ শতাংশ। সাক্ষরতার এই অগ্রগতি অব্যাহত থাকলে দক্ষতার প্রাথমিক স্তরে বাংলাদেশের পৌঁছতে সময় লাগবে কমপক্ষে ৪৪ বছর। তবে অগ্রসর পর্যায়ে সাক্ষরতার হার পৌঁছতে সময় লাগবে আরও ৭৮ বছর।

গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি ভবন মিলনায়তনে এডুকেশন ওয়াচ-২০১৬ রিপোর্টে এ তথ্য উঠে এসেছে। 'সাক্ষরতা, দক্ষতা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা এসডিজি বাংলাদেশ, আমরা কোথায়' শীর্ষক রিপোর্টটি প্রকাশ করে বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযান।

গণসাক্ষরতা অভিযানের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধি মারিও রনচি, ইউনেস্কো বাংলাদেশের এডুকেশন প্রোগ্রাম বিশেষজ্ঞ সাক্ষরতার : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

সাক্ষরতার : হার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সুন লি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী। প্রতিবেদনটির বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন এডুকেশন ওয়াচ স্ট্যাডি ২০১৬-এর গবেষক সমীররঞ্জন নাথ এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের সহ-সভাপতি মনজুর আহমেদ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০০২ সালে ১১ বছরের চেয়ে বেশি বয়সী মানুষের সাক্ষরতার হার ছিল ৪১ দশমিক ৪ শতাংশ। ২০১৬ সালে তা বেড়ে হয় ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ। ১৪ বছরে সাক্ষরতার হার বেড়েছে ৯ দশমিক ৯ শতাংশ। অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছর এ হার বাড়ছে মাত্র ০ দশমিক ৭ ভাগ।

এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ২০০২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই ছিল অসাক্ষর। ২০১৬ সালেও এই অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। বর্তমান জনগোষ্ঠীর ৮০ শতাংশের প্রাথমিক পর্যায়ের সাক্ষরতা অর্জনের জন্য ৬ থেকে ৭ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজন। তবে তিন-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠীর অগ্রসর পর্যায়ে সাক্ষরতা অর্জনের জন্য দশ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজন।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের হার খুবই কম-মন্তব্য করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষের কাছে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য নেই। আর থাকলেও ভুল তথ্য সবচেয়ে বেশি। দেশের জনগোষ্ঠীর ৭৮ ভাগেরও বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। ৬২ ভাগ মানুষ টেলিভিশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে। ইন্টারনেট ব্যবহার মূলত দেখা গেছে ফেসবুক ব্যবহারসহ অন্যান্য বিনোদন কাজে। এছাড়াও প্রতিবেদনে সাক্ষরতার স্তর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্জিত দক্ষতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার চাহিদা ও সুযোগের মাঝে পরস্পর আন্তঃসম্পর্ক এবং সেই সঙ্গে সেগুলোর পেছনের আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক খতিয়ে দেখা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সমাজের নিচের দিকের মানুষগুলোকে আলোর পথে না আনলে আমরা কীভাবে ২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবো? প্রতিবেদনে দেশের সবার সাক্ষরতার হার সম্পন্ন করতে আরও ৪৪ বছর লাগবে বলে বলা হয়েছে। তাই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে, যাতে করে সমাজের নিচের দিকের লোকদের যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।'

প্রতিবেদনের সুপারিশে বলা হয়, সাক্ষরতার সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণ প্রয়োজন। একটি জাতীয় মূল্যায়নভিত্তিক সাক্ষরতা পরিমাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সাক্ষরতার সনাতন পরিমাপক পদ্ধতি এবং দ্বিমাত্রিক সংজ্ঞা বাস্তবিকভাবে আর কার্যকর নয়। এছাড়া সাক্ষরতা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য অবশ্যই দূর করতে হবে। শিক্ষা ও শেখার সুযোগ যেন বিরাজমান বৈষম্যকে আরও শক্তিশালী করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখারও সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।